BRGEWA

বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী রিয়াজুল হক

সভাপতি
বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি, ঢাকা।
বাড়ি # ৭৫/এ, রোড # ৫/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।

আধাসরকারি পত্র নং- ২৪

তারিখ : ১৯ ভাদ্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
০৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্ট্রাব্দ

প্রিয় মুখ্য সচিব,

সালাম ও অভিনন্দন।

বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও অভিবাদন। আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত হয়ে এই স্বেচ্ছামূলক সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানটি সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় পেনশনারদের চিকিৎসাসেবাসহ বিভিন্ন মৌলিক প্রয়োজনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা বিনির্মাণে ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ধারাবাহিকতায় ক্ষুধামুক্ত-দারিদ্রমুক্ত অসম্প্রাদায়িক বাংলাদেশ এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠি ও আশ্রয়হীনদের জন্য 'আশ্রয়ণ প্রকল্প'-এর মাধ্যমে গৃহ ও খাস জমি প্রদান করেন। নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক নিরাপত্তা, ন্যায় বিচার, মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব পরিমন্ডলে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে পর্দাপণ এবং অতিশীঘ্রই স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে বিশ্ব দরবারে পরিচিতি লাভ করবে।

পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, বঙ্গবন্ধু ট্যানেল, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসসহ সমগ্র দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় এবং 'ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ' সারা দেশে অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। দেশ ও জাতির ভাগ্যোন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অবদানের ফলস্বরূপ জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ পুরস্কার 'চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ', আইসিটি টেকসই উন্নয়ন, প্লানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন ও 'এজেন্ট অব চেঞ্জ ও গ্লোবাল উইমেনস লিডারশিপ' ইত্যাদি পুরস্কার ও উপাধিতে ভূষিত করেছেন।

২০১৭ সনে মায়ানমার সেনাবাহিনীর সদস্যদের নির্মম নির্যাতন ও নির্বিচার হত্যাকান্ডের মুখে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে চলে আসতে বাধ্য হয়। নারী-শিশুসহ দশ লক্ষাধিক রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আশ্রয় ও অন্নের ব্যবস্থা করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত ও 'মাদার অফ হিউম্যানিটি' উপাধিতে ভূষিত হন। এছাড়া বিভিন্ন সংস্থা, দেশ ও ব্যক্তি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিশ্ব মানবতার বিবেক ও বিশ্ব মানবতার আলোকবর্তিকা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

২০২০-২০২১ এর ভয়াবহ করোনা পরিস্থিতিতে সারা বিশ্ব যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও চরম ঝুঁকির সম্মুখীন, তখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় দূরদর্শী প্রজ্ঞার পরিচয় দেন।

দেশে যে কোন দুর্যোগের সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অসহায় দুঃস্থ জনগোষ্ঠির পাশে দাঁড়ান ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। এই অসহায়, দুঃস্থ জনগোষ্ঠির একটা বড় অংশ সরকারী অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী (যার প্রায় ৮০% ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী)। বিগত ২৫ জুন সংসদে বাজেট অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী রিয়াজুল হক
সভাপতি
বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি, ঢাকা।
বাড়ি # ৭৫/এ, রোড # ৫/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।

তাঁর সমাপনী বক্তব্যে সরকারী কর্মচারীদের ৫% প্রণোদনার নির্দেশনা দেন। এই প্রণোদনায় পেশনারদের অন্তর্ভুক্তির জন্য সরকারের দৃষ্টিতে আনা হলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পেনশনারদেরও এই প্রণোদনার অন্তর্ভুক্ত করেন। এছাড়া ইতোপূর্বে শতভাগ পেনশন সমর্পণকারীদের অবসরের ১৫ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর পেনশন পুনঃস্থাপন করেন। এই মহানুভবতার জন্য পেনশনারগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। পেনশনারদের দৃঢ় বিশ্বাস ভবিষ্যতেও তাঁদের প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুগ্রহ বজায় থাকবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা, দারিদ্র, অসাম্প্রদায়িক সোনার বাংলা বিনির্মাণে তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রবীণ, নারী, শিশুসহ পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠির আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এই উন্নয়ন কর্মকান্ডে একনিষ্ঠ সহযোগিতা করেছে আজকের প্রবীণ/ '৭১ টগবগে তরুণ মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীগণ।

সারাদেশ থেকে আগত পেনশনার প্রতিনিধিগণ তাঁদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে একনজর দেখা এবং দিকনির্দেশনা জানার জন্য ব্যাকুলভাবে আগ্রহী। এই আবেদন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট উপস্থাপনের জন্য আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমতি পাওয়া গেলে আগামী ২০২৩ এর অক্টোবর মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুবিধামত তারিখ, সময় ও স্থান নির্ধারণ করে এই পেনশনার'স সম্মেলনের আয়োজন করা হবে। উল্লিখিত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় সম্মতি ও অনুষ্ঠান আয়োজনে আপনার সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি।

জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া
মুখ্য সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।

আন্তরিকভাবে আপনার

(বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী রিয়াজুল হক)
সভাপতি

E:\Mukul\ETC folder\DO Letter (22-24).doc

BRGEWA

বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী রিয়াজুল হক
সভাপতি
বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি, ঢাকা।
বাড়ি # ৭৫/এ, রোড # ৫/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।

আধাসরকারি পত্র নং- ২৬ (৪)

তারিখ : ২৬ শ্রাবণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
১০ আগস্ট, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

প্রিয় সিনিয়র সচিব,
সশ্রদ্ধ সালাম ও অভিনন্দন।

আপনি অবগত আছেন যে, বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি একটি স্বেচ্ছাসেবী কল্যাণধর্মী প্রতিষ্ঠান যা সরকারের আর্থিক সহায়তায় সারা দেশব্যাপী পরিচালিত। এ সমিতি পেনশনারদের বিভিন্ন ন্যায়সঙ্গত দাবি দাওয়া আদায়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। সমিতিটি বর্তমান সরকারের সহায়তায় অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের অবসর-উত্তর জীবনের সংকুচিত আর্থিক ও শারীরিক সামর্থ্য বিবেচনায় রেখে বর্ধিত চিকিৎসা সেবা ও বার্ধ্যক্যের আনুষাঙ্গিক চাহিদার প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা করে যাচ্ছে। আপনার ঐকান্তিক সহযোগিতায় সরকারি কর্মচারিদের ন্যায় পেনশনারগণকেও ৫ (পাঁচ) শতাংশ হারে "বিশেষ সুবিধা" (প্রণোদনা) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সদাশয় সরকারের এই মহানুভবতার জন্য অসহায় দু:স্থ পেনশনারদের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং দীর্ঘায়ূ কামনা করছি।

০২। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আপনি নিশ্চয়ই অবহিত আছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর দেশ পুনর্গঠনের সঙ্গে সঙ্গে সরকারি কর্মচারিদের বেতনভাতার সমতা আনয়ন, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষে ১৯৭৩ সালে জাতীয় বেতন স্কেল চালু করেন। বর্তমান সরকার ২০১৫ সালের জাতীয় বেতন স্কেলে কর্মকর্তা/কর্মচারিদের ব্যাপক বেতন বৃদ্ধিসহ পেনশনারদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করেছেন। তবে ২০১৫ সালের বেতন স্কেল কার্যকর হওয়ার পর ২০০৫ সালের বেতন স্কেলে যারা অবসরে গিয়েছেন তাদের নীট পেনশন তুলনামূলকভাবে খুব সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। নতুন বেতন-ভাতা কার্যকর হওয়ার তারিখের পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত চাকরিজীবীদের মধ্যে যারা যত পুরোনো পেনশন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তারা তত বেশি বঞ্চিত হয়েছেন এবং বিশাল পেনশন বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে। ২০১৫ সালের পর অবসরে যাওয়া একজন ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারি পেনশন পান নুন্যতম ৯,৮১০/- টাকা অথচ ২০০৫ সালে অবসরে যাওয়া একজন ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারি পেনশন পান ২,১৬৪/-টাকা। ২০১৫ সালের পর অবসরে যাওয়া একজন সচিব পেনশন পান নুন্যতম ৩৫,১০০/- টাকা অথচ ২০০৫ সালে অবসরে যাওয়া একজন সচিব পেনশন পান ৯,২০০/-টাকা। ২০০৫ সালের বেতন স্কেলে অবসর যাওয়া একজন পেনশনার থেকে ২০১৫ সালের বেতন স্কেলে অবসর যাওয়া একজন পেনশনার একই পদে থেকে অবসর যাওয়া সত্বেও একচতুর্থাংশ পেনশন পাচ্ছে। যা শুধু সামাজিক ন্যায় বিচারের স্বার্থে নয় সংবিধানেরও পরিপূরক। এ সমস্যা নিরসনে ২০১৫ সালের পূর্বে অবসরে গমনকারীদের ক্রয়ক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখা ও সম্মানজনক জীবন-যাপনের লক্ষে তাদের নীট পেনশনের পরিমান ২০১৫ সালের বেতন স্কেলে তার সমপদ/গ্রেড হতে অবসরপ্রাপ্তদের পেনশনের সমান হারে নির্ধারণ করা অর্থাৎ "এক পদ এক পেনশন" প্রথা চালু করা প্রয়োজন।

০৩। সরকারি সিদ্ধান্তের ফলে ০১.০৭.১৯৯৪ তারিখ হতে ৩০.০৬.২০১৭ তারিখ পর্যন্ত বেসামরিক, সামরিক ও রেলওয়ে বিভাগের প্রায় ১.০৭ লক্ষ কর্মচারি শতভাগ পেনশন সমর্পণ করেন। যে সমস্ত পেনশনার শতভাগ পেনশন সমর্পণ করে একবারে সমুদয় অর্থ গ্রহণ করেছেন তারা পরবর্তীতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আর্থিক দুরাবস্থায় নিপতিত হয়েছে। তাঁদের এহেন পরিস্থিতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শতভাগ পেনশন সমর্পণকারীদের আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা বিবেচনা করে যাদের পেনশন সময় ১৫ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে তাঁদের পেনশন পুন:স্থাপন করেছেন। এ মহতি সিদ্ধান্তে এ পর্যন্ত ৩০/৩২ হাজার পেনশনার তাঁদের পেনশন পুন:স্থাপনের সুযোগ পেয়েছে। অবসর নেয়ার পর পেনশনারগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ১৫ বছর আয়ু পান না। অতএব শতভাগ পেনশন সমর্পণকারীদের পুনঃস্থাপিত পেনশন প্রাপ্তির সময়কাল ১৫ বছর হতে কমিয়ে ৮ বছর বিবেচনার করার জন্য আপনার মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

গতিই জীবন
BRGEWA

বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী রিয়াজুল হক
সভাপতি
বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি, ঢাকা।
বাড়ি # ৭৫/এ, রোড # ৫/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।

০৪। বর্তমানে দেশে ৭.৫ (সাড়ে সাত) লক্ষ পেনশনারগণের ৮০ ভাগই তৃতীয় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী। তার মধ্যে বেশীর ভাগেরই বয়স ৬৫ বছরের উর্দ্ধে। তারা তাদের বার্ধক্য, আর্থিক দূরাস্থার কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। এ সকল জটিল ব্যয়বহুল চিকিৎসার জন্য সদাশয় সরকার মাসিক চিকিৎসার ভাতা ২৫০০/- টাকায় বৃদ্ধি করেছে। পেনশনভোগীদের বর্তমান আর্থিক অস্বচ্ছলতা, ব্যয়বহুল চিকিৎসা এবং দ্রব্যমূল্যে উর্ধ্বগতির কারণে তারা অনেকেই বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করছেন। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, পেনশনভোগীদের বর্তমান আর্থিক অসচ্ছলতা এবং ব্যয়বহুল চিকিৎসার কথা সহানুভুতির সাথে বিবেচনা করে তঁদের মাসিক চিকিৎসা ভাতার হার ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত ৩০০০/- টাকা, ৭০ বছর বয়স পর্যন্ত ৫,০০০/- টাকা, ৮০ বছর বয়স পর্যন্ত ৭৫০০/- টাকা এবং ৮০ বছর উর্ধ্বদের মাসিক ১০,০০০/- টাকা পুনঃনির্ধারণ করা প্রয়োজন।

০৫। এমতাবস্থায় দেশের ৭.৫ (সাড়ে সাত) লক্ষ সামরিক ও বেসামরিক পেনশনার ও তাদের পোষ্যদের নিম্নোক্ত সমস্যাসমূহ সমাধানে আপনার ব্যক্তিগত সহযোগিতা কামনা করছি।

(১) ২০05 সালের স্কেলে অবসর গমনকারী পেনশনারদের ২০১5 সালের বেতন স্কেলে পেনশন নির্ধারণ করা অর্থাৎ "এক পদ এক পেনশন" চালু করা;
(২) শতভাগ পেনশন সমর্পন কারীদের আর্থিক দুরবস্থা ও সামাজিক নিরাপত্তা বিবেচনা করে পুনঃস্থাপিত পেনশন প্রাপ্তির সময়কালে ১৫ বছর হতে কমিয়ে ৮ বছর করা ;
(৩) পেনশনগ্রহিতাদের চিকিৎসাভাতা বয়সভিত্তিক বৃদ্ধি করে ৩,০০০/- টাকা হতে ১০,০০০/-টাকা নির্ধারণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

০৬। পেনশনারদের বিরাট সংখ্যা মুক্তিযোদ্ধা। এই জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের দাবীগুলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট যথাযথভাবে উত্থাপন করা হলে জাতির জননী বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মানবদরদী ও গরীবের বন্ধু নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিবেন। অতএব, উক্ত দাবিগুলো সদাশয় সরকারের গোচরে এনে তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনার ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

আপনার সুস্বাস্থ্য ও কর্মজীবনে আরো সাফল্য কামনা করছি।

আন্তরিকভাবে আপনার

(বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী রিয়াজুল হক)
সভাপতি

জনাব ফাতিমা ইয়াসমিন
সিনিয়র সচিব
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি
অবসর ভবন
৭৫/এ, রোড নং ৫/এ, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯
ফোন ঃ ২২২২৪০১৯০, ২২২২৪০১৮৯, ৪৮১২২৯৮৭
brgewa@gmail.com

নং-২১/২০২৩- ৩৬৫(৭) তারিখঃ ২৬/০৬/২০২৩

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

গতকাল (২৫জুন, ২০২৩) জাতীয় সংসদে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় অংশ নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইউক্রেন- রাশিয়া যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে দুই বছর ধরে মূল্যস্ফীতির হার বাড়ায় সরকারি কর্মচারিদের জন্য মূল বেতনের ৫% প্রণোদনা প্রদানের জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়েছেন। বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতির কার্যনির্বাহী এক জরুরী সভা আজ ২৬ জুন, ২০২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যসহ অন্যান্য সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ও সমিতির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী রিয়াজুল হক সভাপতিত্ব করেন। সভায় উপস্থিত সদসগণ উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে দেশে প্রায় সাড়ে বার লক্ষ সরকারি কর্মচারি চাকুরীরত এবং প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারি রয়েছেন। অবসরপ্রাপ্ত এ সাড়ে সাত লক্ষ কর্মচারিদের মধ্যে ৮০% ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারি এবং তাদের ৯০% চরম আর্থিক ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছেন। এ বিপুল সংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারিকে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রেখে সরকারের এস ডি জিসহ অন্যান্য উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। মাননীয় প্রধামন্ত্রীর উপরিউক্ত ঘোষণার প্রেক্ষিতে দেশের বিভিন্ন স্থান হতে বহু সংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারি বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতিতে যোগাযোগ করে এ প্রণোদনার সুবিধা প্রাপ্তির বিষয়ে নিশ্চিত হতে চেয়েছেন। সভায় উপস্থিত সদস্যগণ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারিকে এ প্রণোদনার আওতায় আনার বিষয় নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন মহলে যোগাযোগ করার জন্য সমিতি কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানান। সমিতির সদস্যগণ মনে করেন- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা সুবিধাটি সাড়ে সাত লক্ষ সামরিক ও বেসামরিক অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী পেনশনারদের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য না হলে পেনশনারদের প্রতি বৈষম্যতা আরো অধিক পরিমান বৃদ্ধি পাবে যা সংবিধান প্রতিশ্রুত সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায় বিচারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হবে না। সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত সরকারি কর্মচারিদের জন্য ৫% প্রণোদনা সুবিধা প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানানো হয়। এই সুবিধা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারিদের প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে বিনীত অনুরোধ জানানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(আবু আলম মো. শহিদ খান)
মহাসচিব

বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী রিয়াজুল হক
সভাপতি
বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি, ঢাকা।
বাড়ি # ৭৫/এ, রোড # ৫/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।

BRGEWA

আধাসরকারি পত্র নং- ২০(৬)

তারিখ : ১২ আষাঢ়, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
২৬ জুন, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

প্রিয় মন্ত্রী মহোদয়,
সালাম নিবেন।

আপনি জানেন যে, বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি সরকারের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত সমগ্র দেশ-ভিত্তিক একটি স্বেচ্ছাসেবী কল্যাণধর্মী প্রতিষ্ঠান। ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে বিগত ৫০ বছরের অধিক সময় ধরে এই সমিতি পেনশনারদের দূর্দশা নিরসনে ও তাদের পোষ্যদের সার্বিক কল্যাণে বিশেষ করে ন্যায়সঙ্গত দাবী-দাওয়া, চিকিৎসা সেবা ও আর্থিক সুবিধাদি প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমান সরকার অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের অবসর-উত্তর জীবনের সংকুচিত আর্থিক ও শারীরিক সামর্থ্য আর অন্যদিকে বর্ধিত চিকিৎসা সেবা ও বার্ধ্যেকের আনুষাঙ্গিক চাহিদার প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল। সরকারের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি নামে সমাজসেবা অধিদপ্তরের নিবন্ধন গ্রহণপূর্বক ধানমন্ডি এলাকায় দু'টি ছয়তলা ভবনে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারিদের চিকিৎসা সেবা ও বিনোদনমূলক কার্যাবলী পরিচালনা করে যাচ্ছে। এছাড়া পেনশনারদের বিভিন্ন ন্যায়সঙ্গত দাবি দাওয়া আদায়ে অত্র সমিতি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।

২। গতকাল (২৫জুন,২০২৩) জাতীয় সংসদে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় অংশ নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে দুই বছর ধরে মূল্যস্ফীতির হার বাড়ায় সরকারি কর্মচারিদের জন্য ৫% প্রণোদনা প্রদানের জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়েছেন। আপনি জানেন যে, বর্তমানে দেশে প্রায় সাড়ে বার লক্ষ সরকারি কর্মচারি চাকুরীরত এবং প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারি রয়েছেন। অবসরপ্রাপ্ত এ সাড়ে সাত লক্ষ কর্মচারিদের মধ্যে ৮০% ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারি এবং তাদের ৯০% চরম আর্থিক ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছেন। এ বিপুল সংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারিকে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রেখে সরকারের এস ডি জিসহ অন্যান উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এদিকে মাননীয় প্রধামন্ত্রীর উপরিউক্ত ঘোষণার প্রেক্ষিতে দেশের বিভিন্ন স্থান হতে বহু সংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারি বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতিতে যোগাযোগ করে এ প্রণোদনার সুবিধা প্রাপ্তির বিষয়ে নিশ্চিত হতে চেয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে অদ্য ২৬/০৬/২০২৩ তারিখ সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অবসরপ্রাপ্ত সকল সরকারি কর্মচারিকে এ প্রণোদনার আওতায় আনার বিষয় নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন মহলে যোগাযোগ করার জন্য সমিতি কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়।

৩। আপনি আরো অবগত আছেন যে, পেনশনারদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি কল্পে গত ২৮/০৫/২০২৩ তারিখে আপনার অনুকূলে প্রেরিত এক আধা সরকারি পত্রের মাধ্যমে পেনশনভোগী সাড়ে সাত লক্ষ সামরিক ও বেসামরিক সরকারী কর্মচারীদের সমস্যসমূহ দূরীকরণের জন্য আপনার ব্যক্তিগত সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে। বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা সুবিধাটি পেনশনারদের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য না হলে পেনশনারদের প্রতি বৈষম্যতা আরো অধিকপরিমান বৃদ্ধি পাবে যা সামাজিক সাম্যতা ও ন্যায় বিচারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হবে না।

৪। বর্ণিত অবস্থায়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত সরকারি কর্মচারিদের জন্য ৫% প্রণোদনা সুবিধাটি অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারিদের প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনাকে বিনীত অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

শ্রদ্ধান্তে,

আন্তরিকভাবে আপনার

২৬/৬/২০২৩

(বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী রিয়াজুল হক)
সভাপতি

জনাব এম. এ. মান্নান, এমপি
মাননীয় মন্ত্রী
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী রিয়াজুল হক

সভাপতি

বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি, ঢাকা।
বাড়ি # ৭৫/এ, রোড # ৫/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।

BRGEWA

আধাসরকারি পত্র নং- ২০ (৬)

তারিখ : ১২ আষাঢ়, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ / ২৬ জুন, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

প্রিয় মন্ত্রী মহোদয়,

সালাম গ্রহণ করবেন।

আপনি জানেন যে, বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি সরকারের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত সমগ্র দেশ-ভিত্তিক একটি স্বেচ্ছাসেবী কল্যাণধর্মী প্রতিষ্ঠান। ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে বিগত ৫০ বছরের অধিক সময় ধরে এই সমিতি পেনশনারদের দূর্দশা নিরসনে ও তাদের পোষ্যদের সার্বিক কল্যাণে বিশেষ করে ন্যায়সঙ্গত দাবী-দাওয়া, চিকিৎসা সেবা ও আর্থিক সুবিধাদি প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমান সরকার অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের অবসর-উত্তর জীবনের সংকুচিত আর্থিক ও শারীরিক সামর্থ্য আর অন্যদিকে বর্ধিত চিকিৎসা সেবা ও বার্ধ্যেকের আনুষাঙ্গিক চাহিদার প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল। সরকারের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি নামে সমাজসেবা অধিদপ্তরের নিবন্ধন গ্রহণপূর্বক ধানমন্ডি এলাকায় দু'টি ছয়তলা ভবনে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারিদের চিকিৎসা সেবা ও বিনোদনমূলক কার্যাবলী পরিচালনা করে যাচ্ছে। এছাড়া পেনশনারদের বিভিন্ন ন্যায়সঙ্গত দাবি দাওয়া আদায়ে অত্র সমিতি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।

২। গতকাল (২৫জুন.২০২৩) জাতীয় সংসদে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় অংশ নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে দুই বছর ধরে মূল্যস্ফীতির হার বাড়ায় সরকারি কর্মচারিদের জন্য ৫% প্রণোদনা প্রদানের জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়েছেন। আপনি জানেন যে, বর্তমানে দেশে প্রায় সাড়ে বার লক্ষ সরকারি কর্মচারি চাকুরীরত এবং প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারি রয়েছেন। অবসরপ্রাপ্ত এ সাড়ে সাত লক্ষ কর্মচারিদের মধ্যে ৮০% ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারি এবং তাদের ৯০% চরম আর্থিক ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছেন। এ বিপুল সংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারিকে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রেখে সরকারের এস ডি জিসহ অন্যান উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এদিকে মাননীয় প্রধামন্ত্রীর উপরিউক্ত ঘোষণার প্রেক্ষিতে দেশের বিভিন্ন স্থান হতে বহু সংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারি বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতিতে যোগাযোগ করে এ প্রণোদনার সুবিধা প্রাপ্তির বিষয়ে নিশ্চিত হতে চেয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে অদ্য ২৬/০৬/২০২৩ তারিখ সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অবসরপ্রাপ্ত সকল সরকারি কর্মচারিকে এ প্রণোদনার আওতায় আনার বিষয় নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন মহলে যোগাযোগ করার জন্য সমিতি কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়।

৩। আপনি আরো অবগত আছেন যে, পেনশনারদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি কল্পে গত ২৮/০৫/২০২৩ তারিখে আপনার অনুকূলে প্রেরিত এক আধা সরকারি পত্রের মাধ্যমে পেনশনভোগী সাড়ে সাত লক্ষ সামরিক ও বেসামরিক সরকারী কর্মচারীদের সমস্যসমূহ দূরীকরণের জন্য আপনার ব্যক্তিগত সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে। বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা সুবিধাটি পেনশনারদের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য না হলে পেনশনারদের প্রতি বৈষম্যতা আরো অধিকপরিমান বৃদ্ধি পাবে যা সামাজিক সাম্যতা ও ন্যায় বিচারের সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হবে না।

৪। বর্ণিত অবস্থায়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত সরকারি কর্মচারিদের জন্য ৫% প্রণোদনা সুবিধাটি অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারিদের প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনাকে বিনীত অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

শ্রদ্ধান্তে,

আন্তরিকভাবে আপনার

২৬/৬/২০২৩

(বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী রিয়াজুল হক)
সভাপতি

আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি
মাননীয় মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়।

বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী রিয়াজুল হক

সভাপতি
বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি, ঢাকা।
বাড়ি # ৭৫/এ, রোড # ৫/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।

BRGEWA

তারিখ : ১২ আষাঢ়, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
২৬ জুন, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

আধাসরকারি পত্র নং- ২০(৮)

প্রিয় সিঃ সচিব,
সালাম নিবেন।

সংকুচিত আর্থিক ও শারীরিক সামর্থ্য আর অন্যদিকে বর্ধিত চিকিৎসা সেবা ও বার্ধ্যেকের আনুষাঙ্গিক চাহিদার প্রতি অত্যন্ত
আপনি জানেন যে, বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি সরকারের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত সমগ্র দেশ-ভিত্তিক
একটি স্বেচ্ছাসেবী কল্যাণধর্মী প্রতিষ্ঠান। ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে বিগত ৫০ বছরের অধিক সময় ধরে এই সমিতি
পেনশনারদের দূর্দশা নিরসনে ও তাদের পোষ্যদের সার্বিক কল্যাণে বিশেষ করে ন্যায়সঙ্গত দাবী-দাওয়া, চিকিৎসা সেবা ও আর্থিক
সুবিধাদি প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমান সরকার অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের অবসর-উত্তর জীবনের
সংকুচিত আর্থিক ও শারীরিক সামর্থ্য আর অন্যদিকে বর্ধিত চিকিৎসা সেবা ও বার্ধ্যেকের আনুষাঙ্গিক চাহিদার প্রতি অত্যন্ত
সংবেদনশীল। সরকারের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি নামে সমাজসেবা অধিদপ্তরের
নিবন্ধন গ্রহণপূর্বক ধানমন্ডি এলাকায় দু'টি ছয়তলা ভবনে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারিদের চিকিৎসা সেবা ও বিনোদনমূলক কার্যাবলী পরিচালনা
করে যাচ্ছে। এছাড়া পেনশনারদের বিভিন্ন ন্যায়সঙ্গত দাবি দাওয়া আদায়ে অত্র সমিতি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।

২। গতকাল (২৫জুন,২০২৩) জাতীয় সংসদে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় অংশ নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইউক্রেন-
রাশিয়া যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে দুই বছর ধরে মূল্যস্ফীতির হার বাড়ায় সরকারি কর্মচারিদের জন্য ৫% প্রণোদনা প্রদানের জন্য মাননীয়
অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়েছেন। আপনি জানেন যে, বর্তমানে দেশে প্রায় সাড়ে বার লক্ষ সরকারি কর্মচারি চাকুরীরত এবং প্রায় সাড়ে
সাত লক্ষ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারি রয়েছেন। অবসরপ্রাপ্ত এ সাড়ে সাত লক্ষ কর্মচারিদের মধ্যে ৮০% ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারি
এবং তাদের ৯০% চরম আর্থিক ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছেন। এ বিপুল সংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারিকে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রেখে
সরকারের এস ডি জিসহ অন্যান উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এদিকে মাননীয় প্রধামন্ত্রীর উপরিউক্ত ঘোষণার প্রেক্ষিতে
দেশের বিভিন্ন স্থান হতে বহু সংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারি বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতিতে
যোগাযোগ করে এ প্রণোদনার সুবিধা প্রাপ্তির বিষয়ে নিশ্চিত হতে চেয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে অদ্য ২৬/০৬/২০২৩ তারিখ সমিতির
কার্যনির্বাহী কমিটির এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অবসরপ্রাপ্ত সকল সরকারি কর্মচারিকে এ প্রণোদনার আওতায় আনার বিষয়
নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন মহলে যোগাযোগ করার জন্য সমিতি কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ
জানানো হয়।

৩। আপনি আরো অবগত আছেন যে, পেনশনারদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি কল্পে গত ২৮/০৫/২০২৩ তারিখে আপনার অনুকূলে
প্রেরিত এক আধা সরকারি পত্রের মাধ্যমে পেনশনভোগী সাড়ে সাত লক্ষ সামরিক ও বেসামরিক সরকারী কর্মচারীদের সমস্যসমূহ
দূরীকরণের জন্য আপনার ব্যক্তিগত সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে। বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা সুবিধাটি
পেনশনারদের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য না হলে পেনশনারদের প্রতি বৈষম্যতা আরো অধিকপরিমান বৃদ্ধি পাবে যা সামাজিক সাম্যতা ও
ন্যায় বিচারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হবে না।

৪। বর্ণিত অবস্থায়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত সরকারি কর্মচারিদের জন্য ৫% প্রণোদনা সুবিধাটি অবসরপ্রাপ্ত সরকারি
কর্মচারিদের প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনাকে বিনীত অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

শুভেচ্ছান্তে

আন্তরিকভাবে আপনার

[signature] ২৬/৬/২০২৩

(বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী রিয়াজুল হক)
সভাপতি

জনাব ফাতিমা ইয়াসমিন
সিনিয়র সচিব
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

BRGEWA

বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী রিয়াজুল হক

সভাপতি

বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি, ঢাকা।
বাড়ি # ৭৫/এ, রোড # ৫/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।

আধাসরকারি পত্র নং-২০ (৭)

তারিখ : ১৭ আষাঢ়, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
০১ জুলাই, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

প্রিয় মন্ত্রী মহোদয়,

আপনি অবগত আছেন যে, বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি একটি স্বেচ্ছাসেবী কল্যাণধর্মী প্রতিষ্ঠা যা সরকারের আর্থিক সহায়তায় সারা দেশব্যাপী পরিচালিত। ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে বিগত ৫০ বছরের অধিক সময় ধরে এ সমিতি পেনশনারদের দূর্দশা নিরসনে ও তাদের পোষ্যদের সার্বিক কল্যাণে বিশেষ করে ন্যায়সঙ্গত দাবী-দাওয়া, চিকিৎসা সেবা ও আর্থিক সুবিধাদি প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। "বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি" নামে সমাজসেবা অধিদপ্তরের নিবন্ধন গ্রহণপূর্বক ধানমন্ডি এলাকায় দু'টি ছয়তলা ভবনে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারিদের চিকিৎসা সেবা ও বিনোদনমূলক কার্যাবলী পরিচালনা করে যাচ্ছে। এছাড়া পেনশনারদের বিভিন্ন ন্যায়সঙ্গত দাবি দাওয়া আদায়ে এ সমিতি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। সমিতিটি বর্তমান সরকারের সহায়তায় অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের অবসর-উত্তর জীবনের সংকুচিত আর্থিক ও শারীরিক সামর্থ্য বিবেচনায় রেখে বর্ধিত চিকিৎসা সেবা ও বার্ধ্যকের আনুষাঙ্গিক চাহিদার প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগীতা করে যাচ্ছে।

২। গত ২৫জুন, ২০২৩ জাতীয় সংসদে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় অংশ নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইউক্রেন- রাশিয়া যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে দুই বছর ধরে মূল্যস্ফীতির হার বাড়ায় সরকারি কর্মচারিদের জন্য ৫% প্রণোদনা প্রদানের জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়েছেন। আপনি জানেন যে, বর্তমানে দেশে প্রায় সাড়ে বার লক্ষ সরকারি কর্মচারি চাকুরীরত এবং প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারি রয়েছেন; অবসরপ্রাপ্ত এ সাড়ে সাত লক্ষ কর্মচারিদের মধ্যে ৮০% ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারি এবং তাদের ৯০% চরম আর্থিক ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছেন। এ বিপুল সংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারিকে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রেখে সরকারের এস ডি জি (SDG) সহ অন্যান উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এদিকে মাননীয় প্রধামন্ত্রীব উপরিউক্ত ঘোষণার প্রেক্ষিতে দেশের বিভিন্ন স্থান হতে বহু সংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারি বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতিতে যোগাযোগ করে এ প্রণোদনার সুবিধা প্রাপ্তির বিষয়ে নিশ্চিত হতে চেয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে গত ২৬/০৬/২০২৩ ও অদ্য ০১/০৭/২০২৩ তারিখ সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির দু'টি জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত সরকারি কর্মচারিদের জন্য ৫% প্রণোদনা সুবিধা প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানানো হয় এবং অবসরপ্রাপ্ত সকল সরকারি কর্মচারিকে এ প্রণোদনার আওতায় আনার বিষয় নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন মহলে যোগাযোগ করার জন্য সমিতি কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়।

৩। আপনি আরো অবগত আছেন যে, সরকারি কর্মচারিদের জন্য প্রবর্তিত সর্বশেষ জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ (এস.আর.ও নং ৩৬৯-আইন/২০১৫) এর ১০ নং অনুচ্ছেদে সরকার অবসরভোগীদের মাসিক নীট পেনশন বৃদ্ধি, ১১ নং অনুচ্ছেদে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, ১৫ নং অনুচ্ছেদে ৬৫ বছরের উর্ধ্ব অবসরভোগীগণ ও আজীবন পারিবারিক পেনশনভোগীগণের ক্ষেত্রে চিকিৎসা ভাতা মাসিক ২৫০০/- টাকা নির্ধারণ, ১৬ নং অনুচ্ছেদে পেনশনভোগীগণকে বাংলা নববর্ষ ভাতা প্রদানসহ অন্যান্য সকল সুযোগ সুবিধা চাকুরিরত সরকারি কর্মচারিদের ন্যায় প্রদান করে আসছেন।

৪। আপনি আরো জানেন যে, পেনশনারদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি কল্পে গত ২৬/০৬/২০২৩ তারিখে আপনার অনুকূলে প্রেরিত আধা সরকারি পত্রের মাধ্যমে পেনশনভোগী সাড়ে সাত লক্ষ সামরিক ও বেসামরিক সরকারী কর্মচারীদের সমস্যসমূহ দূরীকরণের জন্য আপনার ব্যক্তিগত সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে। বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা সুবিধাটি পেনশনারদের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য হবে বলেও আমরা আশাবাদী। অন্যথায় পেনশনারদের প্রতি বৈষম্যতা আরো অধিকপরিমান বৃদ্ধি পাবে যা সংবিধান প্রতিশ্রুত সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায় বিচারের সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হবে না।

৫। বর্ণিত অবস্থায়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত ৫% প্রণোদনা সুবিধাটি চাকুরিরত সরকারি কর্মচারিদের ন্যায় অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারিদেরও প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনাকে বিনীত অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছান্তে,

আন্তরিকভাবে আপনার

৩/৭/২০২৩

(বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী রিয়াজুল হক)
সভাপতি

জনাব এম. এ. মান্নান, এমপি
মাননীয় মন্ত্রী
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

BRGEWA

বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী রিয়াজুল হক

সভাপতি

বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি, ঢাকা।

বাড়ি # ৭৫/এ, রোড # ৫/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।

আধাসরকারি পত্র নং- ২০ (৭)

তারিখ : ১৭ আষাঢ়, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ / ০১ জুলাই, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

প্রিয় তোফাজ্জেল,

আপনি অবগত আছেন যে, বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি একটি স্বেচ্ছাসেবী কল্যাণধর্মী প্রতিষ্ঠা যা সরকারের আর্থিক সহায়তায় সারা দেশব্যাপী পরিচালিত। ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে বিগত ৫০ বছরের অধিক সময় ধরে এ সমিতি পেনশনারদের দূর্দশা নিরসনে ও তাদের পোষ্যদের সার্বিক কল্যাণে বিশেষ করে ন্যায়সঙ্গত দাবী-দাওয়া, চিকিৎসা সেবা ও আর্থিক সুবিধাদি প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। "বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি" নামে সমাজসেবা অধিদপ্তরের নিবন্ধন গ্রহণপূর্বক ধানমন্ডি এলাকায় দু'টি ছয়তলা ভবনে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারিদের চিকিৎসা সেবা ও বিনোদনমূলক কার্যাবলী পরিচালনা করে যাচ্ছে। এছাড়া পেনশনারদের বিভিন্ন ন্যায়সঙ্গত দাবি দাওয়া আদায়ে এ সমিতি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। সমিতিটি বর্তমান সরকারের সহায়তায় অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের অবসর-উত্তর জীবনের সংকুচিত আর্থিক ও শারীরিক সামর্থ্য বিবেচনায় রেখে বর্ধিত চিকিৎসা সেবা ও বার্ধ্যকের আনুষাঙ্গিক চাহিদার প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগীতা করে যাচ্ছে।

২। গত ২৫জুন, ২০২৩ জাতীয় সংসদে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় অংশ নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইউক্রেন- রাশিয়া যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে দুই বছর ধরে মূল্যস্ফীতির হার বাড়ায় সরকারি কর্মচারিদের জন্য ৫% প্রণোদনা প্রদানের জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়েছেন। আপনি জানেন যে, বর্তমানে দেশে প্রায় সাড়ে বার লক্ষ সরকারি কর্মচারি চাকুরীরত এবং প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারি রয়েছেন। অবসরপ্রাপ্ত এ সাড়ে সাত লক্ষ কর্মচারিদের মধ্যে ৮০% ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারি এবং তাদের ৯০% চরম আর্থিক ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছেন। এ বিপুল সংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারিকে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রেখে সরকারের এস ডি জি (SDG) সহ অন্যান উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এদিকে মাননীয় প্রধামন্ত্রীর উপরিউক্ত ঘোষণার প্রেক্ষিতে দেশের বিভিন্ন স্থান হতে বহু সংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারি বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতিতে যোগাযোগ করে এ প্রণোদনার সুবিধা প্রাপ্তির বিষয়ে নিশ্চিত হতে চেয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে গত ২৬/০৬/২০২৩ ও অদ্য ০১/০৭/২০২৩ তারিখ সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির দু'টি জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত সরকারি কর্মচারিদের জন্য ৫% প্রণোদনা সুবিধা প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানানো হয় এবং অবসরপ্রাপ্ত সকল সরকারি কর্মচারিকে এ প্রণোদনার আওতায় আনার বিষয় নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন মহলে যোগাযোগ করার জন্য সমিতি কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়।

৩। আপনি আরো অবগত আছেন যে, সরকারি কর্মচারিদের জন্য প্রবর্তিত সর্বশেষ জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ (এস.আর.ও নং ৩৬৯-আইন/২০১৫) এর ১০ নং অনুচ্ছেদে সরকার অবসরভোগীদের মাসিক নীট পেনশন বৃদ্ধি, ১১ নং অনুচ্ছেদে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, ১৫ নং অনুচ্ছেদে ৬৫ বছরের উর্ধ্ব অবসরভোগীগণ ও আজীবন পারিবারিক পেনশনভোগীগণের ক্ষেত্রে চিকিৎসা ভাতা মাসিক ২৫০০/- টাকা নির্ধারণ, ১৬ নং অনুচ্ছেদে পেনশনভোগীগণকে বাংলা নববর্ষ ভাতা প্রদানসহ অন্যান্য সকল সুযোগ সুবিধা চাকুরিরত সরকারি কর্মচারিদের ন্যায় প্রদান করে আসছেন। বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা সুবিধাটি পেনশনারদের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য হবে বলেও আমরা আশাবাদী। অন্যথায় পেনশনারদের প্রতি বৈষম্যতা আরো অধিকপরিমান বৃদ্ধি পাবে যা সংবিধান প্রতিশ্রুত সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায় বিচারের সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হবে না।

৪। বর্ণিত অবস্থায়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত ৫% প্রণোদনা সুবিধাটি চাকুরিরত সরকারি কর্মচারিদের ন্যায় অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারিদেরও প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনাকে বিনীত অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

শুভেচ্ছান্তে,

আন্তরিকভাবে আপনার

২/৭/২০২৩

(বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী রিয়াজুল হক)

সভাপতি

জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া
মুখ্য সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
ঢাকা।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
ডাক গ্রহণ ও বিতরণ শাখা
গ্রহীতার স্বাক্ষর.........
তারিখ: ০২/০৭/২৩
সময়.........

বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী রিয়াজুল হক

সভাপতি
বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি, ঢাকা।
বাড়ি # ৭৫/এ, রোড # ৫/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।

BRGEWA

আধাসরকারি পত্র নং- ২০ (৬)

তারিখ : ১২ আষাঢ়, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
২৬ জুন, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

প্রিয় মন্ত্রী মহোদয়,

সালাম গ্রহণ করুন।

আপনি জানেন যে, বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি সরকারের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত সমগ্র দেশ-ভিত্তিক একটি স্বেচ্ছাসেবী কল্যাণধর্মী প্রতিষ্ঠান। ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে বিগত ৫০ বছরের অধিক সময় ধরে এই সমিতি পেনশনারদের দূর্দশা নিরসনে ও তাদের পোষ্যদের সার্বিক কল্যাণে বিশেষ করে ন্যায়সঙ্গত দাবী-দাওয়া, চিকিৎসা সেবা ও আর্থিক সুবিধাদি প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমান সরকার অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের অবসর-উত্তর জীবনের সংকুচিত আর্থিক ও শারীরিক সামর্থ্য আর অন্যদিকে বর্ধিত চিকিৎসা সেবা ও বার্ধ্যেকের আনুষঙ্গিক চাহিদার প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল। সরকারের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি নামে সমাজসেবা অধিদপ্তরের নিবন্ধন গ্রহণপূর্বক ধানমন্ডি এলাকায় দু'টি ছয়তলা ভবনে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারিদের চিকিৎসা সেবা ও বিনোদনমূলক কার্যাবলী পরিচালনা করে যাচ্ছে। এছাড়া পেনশনারদের বিভিন্ন ন্যায়সঙ্গত দাবি দাওয়া আদায়ে অত্র সমিতি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।

২। গতকাল (২৫জুন:২০২৩) জাতীয় সংসদে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় অংশ নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে দুই বছর ধরে মূল্যস্ফীতির হার বাড়ায় সরকারি কর্মচারিদের জন্য ৫% প্রণোদনা প্রদানের জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়েছেন। আপনি জানেন যে, বর্তমানে দেশে প্রায় সাড়ে বার লক্ষ সরকারি কর্মচারি চাকুরীরত এবং প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারি রয়েছেন। অবসরপ্রাপ্ত এ সাড়ে সাত লক্ষ কর্মচারিদের মধ্যে ৮০% ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারি এবং তাদের ৯০% চরম আর্থিক ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছেন। এ বিপুল সংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারিকে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রেখে সরকারের এস ডি জিসহ অন্যান উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এদিকে মাননীয় প্রধামন্ত্রীর উপরিউক্ত ঘোষণার প্রেক্ষিতে দেশের বিভিন্ন স্থান হতে বহু সংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারি বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতিতে যোগাযোগ করে এ প্রণোদনার সুবিধা প্রাপ্তির বিষয়ে নিশ্চিত হতে চেয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে অদ্য ২৬/০৬/২০২৩ তারিখ সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অবসরপ্রাপ্ত সকল সরকারি কর্মচারিকে এ প্রণোদনার আওতায় আনার বিষয় নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন মহলে যোগাযোগ করার জন্য সমিতি কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়।

৩। আপনি আরো অবগত আছেন যে, পেনশনারদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি কল্পে গত ২৮/০৫/২০২৩ তারিখে আপনার অনুকূলে প্রেরিত এক আধা সরকারি পত্রের মাধ্যমে পেনশনভোগী সাড়ে সাত লক্ষ সামরিক ও বেসামরিক সরকারী কর্মচারীদের সমস্যসমূহ দূরীকরণের জন্য আপনার ব্যক্তিগত সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে। বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা সুবিধাটি পেনশনারদের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য না হলে পেনশনারদের প্রতি বৈষম্যতা আরো অধিকপরিমান বৃদ্ধি পাবে যা সামাজিক সাম্যতা ও ন্যায় বিচারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হবে না।

৪। বর্ণিত অবস্থায়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত সরকারি কর্মচারিদের জন্য ৫% প্রণোদনা সুবিধাটি অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারিদের প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনাকে বিনীত অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

শ্রদ্ধান্তে,

আন্তরিকভাবে আপনার

২৬/৬/২০২৩

(বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী রিয়াজুল হক)
সভাপতি

আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি
মাননীয় মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়।

বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী রিয়াজুল হক

সভাপতি

বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি, ঢাকা।

বাড়ি # ৭৫/এ, রোড # ৫/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।

BRGEWA

আধাসরকারি পত্র নং- ২০(৬)

তারিখ : ১২ আষাঢ়, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
২৬ জুন, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

প্রিয় সিনি: সচিব,

সালাম নিবেন।

আপনি জানেন যে, বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি সরকারের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত সমগ্র দেশ-ভিত্তিক একটি স্বেচ্ছাসেবী কল্যাণধর্মী প্রতিষ্ঠান। ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে বিগত ৫০ বছরের অধিক সময় ধরে এই সমিতি পেনশনারদের দূর্দশা নিরসনে ও তাদের পোষ্যদের সার্বিক কল্যাণে বিশেষ করে ন্যায়সঙ্গত দাবী-দাওয়া, চিকিৎসা সেবা ও আর্থিক সুবিধাদি প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমান সরকার অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের অবসর-উত্তর জীবনের সংকুচিত আর্থিক ও শারীরিক সামর্থ্য আর অন্যদিকে বর্ধিত চিকিৎসা সেবা ও বার্ধ্যেকের আনুষাঙ্গিক চাহিদার প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল। সরকারের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি নামে সমাজসেবা অধিদপ্তরের নিবন্ধন গ্রহণপূর্বক ধানমন্ডি এলাকায় দু'টি ছয়তলা ভবনে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারিদের চিকিৎসা সেবা ও বিনোদনমূলক কার্যাবলী পরিচালনা করে যাচ্ছে। এছাড়া পেনশনারদের বিভিন্ন ন্যায়সঙ্গত দাবি দাওয়া আদায়ে অত্র সমিতি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।

২। গতকাল (২৫জুন,২০২৩) জাতীয় সংসদে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় অংশ নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে দুই বছর ধরে মূল্যস্ফীতির হার বাড়ায় সরকারি কর্মচারিদের জন্য ৫% প্রণোদনা প্রদানের জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়েছেন। আপনি জানেন যে, বর্তমানে দেশে প্রায় সাড়ে বার লক্ষ সরকারি কর্মচারি চাকুরীরত এবং প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারি রয়েছেন। অবসরপ্রাপ্ত এ সাড়ে সাত লক্ষ কর্মচারিদের মধ্যে ৮০% ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারি এবং তাদের ৯০% চরম আর্থিক ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছেন। এ বিপুল সংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারিকে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রেখে সরকারের এন ডি জিসহ অন্যান উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এদিকে মাননীয় প্রধামন্ত্রীর উপরিউক্ত ঘোষণার প্রেক্ষিতে দেশের বিভিন্ন স্থান হতে বহু সংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারি বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতিতে যোগাযোগ করে এ প্রণোদনার সুবিধা প্রাপ্তির বিষয়ে নিশ্চিত হতে চেয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে অদ্য ২৬/০৬/২০২৩ তারিখ সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অবসরপ্রাপ্ত সকল সরকারি কর্মচারিকে এ প্রণোদনার আওতায় আনার বিষয় নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন মহলে যোগাযোগ করার জন্য সমিতি কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়।

৩। আপনি আরো অবগত আছেন যে, পেনশনারদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি কল্পে গত ২৮/০৫/২০২৩ তারিখে আপনার অনুকূলে প্রেরিত এক আধা সরকারি পত্রের মাধ্যমে পেনশনভোগী সাড়ে সাত লক্ষ সামরিক ও বেসামরিক সরকারী কর্মচারীদের সমস্যসমূহ দূরীকরণের জন্য আপনার ব্যক্তিগত সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে। বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা সুবিধাটি পেনশনারদের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য না হলে পেনশনারদের প্রতি বৈষম্যতা আরো অধিকপরিমান বৃদ্ধি পাবে যা সামাজিক সাম্যতা ও ন্যায় বিচারের সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হবে না।

৪। বর্ণিত অবস্থায়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত সরকারি কর্মচারিদের জন্য ৫% প্রণোদনা সুবিধাটি অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারিদের প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনাকে বিনীত অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

শুভেচ্ছান্তে

আন্তরিকভাবে আপনার

২৬/৬/২০২৩

(বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী রিয়াজুল হক)
সভাপতি

জনাব ফাতিমা ইয়াসমিন
সিনিয়র সচিব
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

Letter (22-24).doc

বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী রিয়াজুল হক

সভাপতি
বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি, ঢাকা।
বাড়ি # ৭৫/এ, রোড # ৫/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।

BRGEWA

আধাসরকারি পত্র নং-২০ (৭)

তারিখ : ১৭ আষাঢ়, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
০১ জুলাই, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

প্রিয় মেজবাহ,

আপনি অবগত আছেন যে, বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি একটি স্বেচ্ছাসেবী কল্যাণধর্মী প্রতিষ্ঠা যা সরকারের আর্থিক সহায়তায় সারা দেশব্যাপী পরিচালিত। ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে বিগত ৫০ বছরের অধিক সময় ধরে এ সমিতি পেনশনারদের দুর্দশা নিরসনে ও তাদের পোষ্যদের সার্বিক কল্যাণে বিশেষ করে ন্যায়সঙ্গত দাবী-দাওয়া, চিকিৎসা সেবা ও আর্থিক সুবিধাদি প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। "বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি" নামে সমাজসেবা অধিদপ্তরের নিবন্ধন গ্রহণপূর্বক ধানমন্ডি এলাকায় দু'টি ছয়তলা ভবনে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারিদের চিকিৎসা সেবা ও বিনোদনমূলক কার্যাবলী পরিচালনা করে যাচ্ছে। এছাড়া পেনশনারদের বিভিন্ন ন্যায়সঙ্গত দাবি দাওয়া আদায়ে এ সমিতি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। সমিতিটি বর্তমান সরকারের সহায়তায় অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের অবসর-উত্তর জীবনের সংকুচিত আর্থিক ও শারীরিক সামর্থ্য বিবেচনায় রেখে বর্ধিত চিকিৎসা সেবা ও বার্ধ্যকের আনুষাঙ্গিক চাহিদার প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগীতা করে যাচ্ছে।

২। গত ২৫জুন, ২০২৩ জাতীয় সংসদে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় অংশ নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইউক্রেন- রাশিয়া যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে দুই বছর ধরে মূল্যস্ফীতির হার বাড়ায় সরকারি কর্মচারিদের জন্য ৫% প্রণোদনা প্রদানের জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়েছেন। আপনি জানেন যে, বর্তমানে দেশে প্রায় সাড়ে বার লক্ষ সরকারি কর্মচারি চাকুরীরত এবং প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারি রয়েছেন। অবসরপ্রাপ্ত এ সাড়ে সাত লক্ষ কর্মচারিদের মধ্যে ৮০% ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারি এবং তাদের ৯০% চরম আর্থিক ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছেন। এ বিপুল সংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারিকে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রেখে সরকারের এস ডি জি (SDG) সহ অন্যান উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এদিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপরিউক্ত ঘোষণার প্রেক্ষিতে দেশের বিভিন্ন স্থান হতে বহু সংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারি বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতিতে যোগাযোগ করে এ প্রণোদনার সুবিধা প্রাপ্তির বিষয়ে নিশ্চিত হতে চেয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে গত ২৬/০৬/২০২৩ ও অদ্য ০১/০৭/২০২৩ তারিখ সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির দু'টি জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত সরকারি কর্মচারিদের জন্য ৫% প্রণোদনা সুবিধা প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানানো হয় এবং অবসরপ্রাপ্ত সকল সরকারি কর্মচারিকে এ প্রণোদনার আওতায় আনার বিষয় নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন মহলে যোগাযোগ করার জন্য সমিতি কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়।

৩। আপনি আরো অবগত আছেন যে, সরকারি কর্মচারিদের জন্য প্রবর্তিত সর্বশেষ জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ (এস.আর.ও নং ৩৬৯-আইন/২০১৫) এর ১০ নং অনুচ্ছেদে সরকার অবসরভোগীদের মাসিক নীট পেনশন বৃদ্ধি, ১১ নং অনুচ্ছেদে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, ১৫ নং অনুচ্ছেদে ৬৫ বছরের উর্ধ্ব অবসরভোগীগণ ও আজীবন পারিবারিক পেনশনভোগীগণের ক্ষেত্রে চিকিৎসা ভাতা মাসিক ২৫০০/- টাকা নির্ধারণ, ১৬ নং অনুচ্ছেদে পেনশনভোগীগণকে বাংলা নববর্ষ ভাতা প্রদানসহ অন্যান্য সকল সুযোগ সুবিধা চাকুরিরত সরকারি কর্মচারিদের ন্যায় প্রদান করে আসছেন।

৪। আপনি আরো জানেন যে, পেনশনারদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি কল্পে গত ২৬/০৬/২০২৩ তারিখে আপনার অনুকূলে প্রেরিত আধা সরকারি পত্রের মাধ্যমে পেনশনভোগী সাড়ে সাত লক্ষ সামরিক ও বেসামরিক সরকারী কর্মচারীদের সমস্যাসমূহ দূরীকরণের জন্য আপনার ব্যক্তিগত সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে। বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা সুবিধাটি পেনশনারদের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য হবে বলেও আমরা আশাবাদী। অন্যথায় পেনশনারদের প্রতি বৈষম্যতা আরো অধিকপরিমান বৃদ্ধি পাবে যা সংবিধান প্রতিশ্রুত সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায় বিচারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হবে না।

৫। বর্ণিত অবস্থায়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত ৫% প্রণোদনা সুবিধাটি চাকুরিরত সরকারি কর্মচারিদের ন্যায় অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারিদেরও প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনাকে বিনীত অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

শুভেচ্ছান্তে.

আন্তরিকভাবে আপনার

১/৭/২০২৩

(বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী রিয়াজুল হক)
সভাপতি

জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরী
সিনিয়র সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

BRGEWA

বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী রিয়াজুল হক

সভাপতি

বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি, ঢাকা।

বাড়ি # ৭৫/এ, রোড # ৫/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।

আধাসরকারি পত্র নং-২০ (৭)

তারিখ : ১৭ আষাঢ়, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
০১ জুলাই, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

প্রিয় মাহবুব,

আপনি অবগত আছেন যে, বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি একটি স্বেচ্ছাসেবী কল্যাণধর্মী প্রতিষ্ঠা যা সরকারের আর্থিক সহায়তায় সারা দেশব্যাপী পরিচালিত। ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে বিগত ৫০ বছরের অধিক সময় ধরে এ সমিতি পেনশনারদের দূর্দশা নিরসনে ও তাদের পোষ্যদের সার্বিক কল্যাণে বিশেষ করে ন্যায়সঙ্গত দাবী-দাওয়া, চিকিৎসা সেবা ও আর্থিক সুবিধাদি প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। "বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি" নামে সমাজসেবা অধিদপ্তরের নিবন্ধন গ্রহণপূর্বক ধানমন্ডি এলাকায় দু'টি ছয়তলা ভবনে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারিদের চিকিৎসা সেবা ও বিনোদনমূলক কার্যাবলী পরিচালনা করে যাচ্ছে। এছাড়া পেনশনারদের বিভিন্ন ন্যায়সঙ্গত দাবি দাওয়া আদায়ে এ সমিতি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। সমিতিটি বর্তমান সরকারের সহায়তায় অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের অবসর-উত্তর জীবনের সংকুচিত আর্থিক ও শারীরিক সামর্থ্য বিবেচনায় রেখে বর্ধিত চিকিৎসা সেবা ও বার্ধ্যকের আনুষঙ্গিক চাহিদার প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগীতা করে যাচ্ছে।

২। গত ২৫জুন, ২০২৩ জাতীয় সংসদে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় অংশ নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইউক্রেন- রাশিয়া যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে দুই বছর ধরে মূল্যস্ফীতির হার বাড়ায় সরকারি কর্মচারিদের জন্য ৫% প্রণোদনা প্রদানের জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়েছেন। আপনি জানেন যে, বর্তমানে দেশে প্রায় সাড়ে বার লক্ষ সরকারি কর্মচারি চাকুরীরত এবং প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারি রয়েছেন। অবসরপ্রাপ্ত এ সাড়ে সাত লক্ষ কর্মচারিদের মধ্যে ৮০% ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারি এবং তাদের ৯০% চরম আর্থিক ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছেন। এ বিপুল সংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারিকে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রেখে সরকারের এস ডি জি (SDG) সহ অন্যান্য উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এদিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপরিউক্ত ঘোষণার প্রেক্ষিতে দেশের বিভিন্ন স্থান হতে বহু সংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারি বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতিতে যোগাযোগ করে এ প্রণোদনার সুবিধা প্রাপ্তির বিষয়ে নিশ্চিত হতে চেয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে গত ২৬/০৬/২০২৩ ও অদ্য ০১/০৭/২০২৩ তারিখ সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির দু'টি জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত সরকারি কর্মচারিদের জন্য ৫% প্রণোদনা সুবিধা প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানানো হয় এবং অবসরপ্রাপ্ত সকল সরকারি কর্মচারিকে এ প্রণোদনার আওতায় আনার বিষয় নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন মহলে যোগাযোগ করার জন্য সমিতি কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়।

৩। আপনি আরো অবগত আছেন যে, সরকারি কর্মচারিদের জন্য প্রবর্তিত সর্বশেষ জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ (এস.আর.ও নং ৩৬৯-আইন/২০১৫) এর ১০ নং অনুচ্ছেদে সরকার অবসরভোগীদের মাসিক নীট পেনশন বৃদ্ধি, ১১ নং অনুচ্ছেদে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, ১৫ নং অনুচ্ছেদে ৬৫ বছরের উর্ধ্ব অবসরভোগীগণ ও আজীবন পারিবারিক পেনশনভোগীগণের ক্ষেত্রে চিকিৎসা ভাতা মাসিক ২৫০০/- টাকা নির্ধারণ, ১৬ নং অনুচ্ছেদে পেনশনভোগীগণকে বাংলা নববর্ষ ভাতা প্রদানসহ অন্যান্য সকল সুযোগ সুবিধা চাকুরিরত সরকারি কর্মচারিদের ন্যায় প্রদান করে আসছেন। বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা সুবিধাটি পেনশনারদের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য হবে বলেও আমরা আশাবাদী; অন্যথায় পেনশনারদের প্রতি বৈষম্যতা আরো অধিকপরিমান বৃদ্ধি পাবে যা সংবিধান প্রতিশ্রুত সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায় বিচারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হবে না।

৪। বর্ণিত অবস্থায়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত ৫% প্রণোদনা সুবিধাটি চাকুরিরত সরকারি কর্মচারিদের ন্যায় অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারিদেরও প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনাকে বিনীত অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

শুভেচ্ছান্তে,

আন্তরিকভাবে আপনার

০১/৭/২০২৩

(বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী রিয়াজুল হক)
সভাপতি

জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন
মন্ত্রিপরিষদ সচিব
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

RGEWA

বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী রিয়াজুল হক

সভাপতি

বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি, ঢাকা।
বাড়ি # ৭৫/এ, রোড # ৫/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।

আধাসরকারি পত্র নং- ২০(৭)

তারিখ : ১৭ আষাঢ়, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
০১ জুলাই, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

প্রিয় মন্ত্রী মহোদয়,

আপনি অবগত আছেন যে, বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি একটি স্বেচ্ছাসেবী কল্যাণধর্মী প্রতিষ্ঠা যা সরকারের আর্থিক সহায়তায় সারা দেশব্যাপী পরিচালিত। ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে বিগত ৫০ বছরের অধিক সময় ধরে এ সমিতি পেনশনারদের দূর্দশা নিরসনে ও তাদের পোষ্যদের সার্বিক কল্যাণে বিশেষ করে ন্যায়সঙ্গত দাবী-দাওয়া, চিকিৎসা সেবা ও আর্থিক সুবিধাদি প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। "বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি" নামে সমাজসেবা অধিদপ্তরের নিবন্ধন গ্রহণপূর্বক ধানমন্ডি এলাকায় দু'টি ছয়তলা ভবনে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারিদের চিকিৎসা সেবা ও বিনোদনমূলক কার্যাবলী পরিচালনা করে যাচ্ছে। এছাড়া পেনশনারদের বিভিন্ন ন্যায়সঙ্গত দাবি দাওয়া আদায়ে এ সমিতি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। সমিতিটি বর্তমান সরকারের সহায়তায় অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের অবসর-উত্তর জীবনের সংকুচিত আর্থিক ও শারীরিক সামর্থ্য বিবেচনায় রেখে বর্ধিত চিকিৎসা সেবা ও বার্ধ্যকের আনুষাঙ্গিক চাহিদার প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগীতা করে যাচ্ছে।

২। গত ২৫জুন, ২০২৩ জাতীয় সংসদে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় অংশ নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইউক্রেন- রাশিয়া যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে দুই বছর ধরে মূল্যস্ফীতির হার বাড়ায় সরকারি কর্মচারিদের জন্য ৫% প্রণোদনা প্রদানের জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়েছেন। আপনি জানেন যে, বর্তমানে দেশে প্রায় সাড়ে বার লক্ষ সরকারি কর্মচারি চাকুরীরত এবং প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারি রয়েছেন। অবসরপ্রাপ্ত এ সাড়ে সাত লক্ষ কর্মচারিদের মধ্যে ৮০% ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারি এবং তাদের ৯০% চরম আর্থিক ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছেন। এ বিপুল সংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারিকে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রেখে সরকারের এস ডি জি (SDG) সহ অন্যান উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এদিকে মাননীয় প্রধামন্ত্রীর উপরিউক্ত ঘোষণার প্রেক্ষিতে দেশের বিভিন্ন স্থান হতে বহু সংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারি বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতিতে যোগাযোগ করে এ প্রণোদনার সুবিধা প্রাপ্তির বিষয়ে নিশ্চিত হতে চেয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে গত ২৬/০৬/২০২৩ ও অদ্য ০১/০৭/২০২৩ তারিখ সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির দু'টি জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত সরকারি কর্মচারিদের জন্য ৫% প্রণোদনা সুবিধা প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানানো হয় এবং অবসরপ্রাপ্ত সকল সরকারি কর্মচারিকে এ প্রণোদনার আওতায় আনার বিষয় নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন মহলে যোগাযোগ করার জন্য সমিতি কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়।

৩। আপনি আরো অবগত আছেন যে, সরকারি কর্মচারিদের জন্য প্রবর্তিত সর্বশেষ জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ (এস.আর.ও নং ৩৬৯-আইন/২০১৫) এর ১০ নং অনুচ্ছেদে সরকার অবসরভোগীদের মাসিক নীট পেনশন বৃদ্ধি, ১১ নং অনুচ্ছেদে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, ১৫ নং অনুচ্ছেদে ৬৫ বছরের উর্ধ্ব অবসরভোগীগণ ও আজীবন পারিবারিক পেনশনভোগীগণের ক্ষেত্রে চিকিৎসা ভাতা মাসিক ২৫০০/- টাকা নির্ধারণ, ১৬ নং অনুচ্ছেদে পেনশনভোগীগণকে বাংলা নববর্ষ ভাতা প্রদানসহ অন্যান্য সকল সুযোগ সুবিধা চাকুরিরত সরকারি কর্মচারিদের ন্যায় প্রদান করে আসছেন।

৪। আপনি আরো জানেন যে, পেনশনারদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি কল্পে গত ২৬/০৬/২০২৩ তারিখে আপনার অনুকূলে প্রেরিত আধা সরকারি পত্রের মাধ্যমে পেনশনভোগী সাড়ে সাত লক্ষ সামরিক ও বেসামরিক সরকারী কর্মচারীদের সমস্যসমূহ দূরীকরণের জন্য আপনার ব্যক্তিগত সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে। বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা সুবিধাটি পেনশনারদের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য হবে বলেও আমরা আশাবাদী। অন্যথায় পেনশনারদের প্রতি বৈষম্যতা আরো অধিকপরিমান বৃদ্ধি পাবে যা সংবিধান প্রতিশ্রুত সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায় বিচারের সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হবে না।

৫। বর্ণিত অবস্থায়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত ৫% প্রণোদনা সুবিধাটি চাকুরিরত সরকারি কর্মচারিদের ন্যায় অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারিদেরও প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনাকে বিনীত অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

শুভেচ্ছান্তে

আন্তরিকভাবে আপনার

২/৭/২০২৩

(বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী রিয়াজুল হক)
সভাপতি

জনাব ফরহাদ হোসেন
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

০৫/৭/২৩

মোঃ আজিজুর রহমান তা[illegible]
সিনিয়র সহকারী [illegible]
জনপ্রশাসন [illegible]
গণপ্রজাতন্ত্রী [illegible] সরকার